	এপিএস গ্রুপ ১০৬, পূর্ব ফায়দাবাদ, দক্ষিণখান, ঢাকা-১২৩০।	**পলিসির নাম ঃ** মানবাধিকার ও ব্যবসায়ের মূলনীতি
		কার্যকর তারিখ ঃ ০১/০৬/২০১৩ ইং
		নবায়নের তারিখ: ৩১/০১/২০১৮ ইং সংশোধনের তারিখঃ৩১/০১/২০১৯ইং পরবর্তী নবায়নের তারিখ: ০১/০১/২০২০ ইং
এই পলিসি কার্যকর করার দায়িত্বশীল ব্যক্তি		ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চেয়ারম্যান, মহাব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপক/ অফিসার কমপ্লায়েন্স, ওয়েলফেয়ার অফিসার এবং সংশ্লিষ্ট সকলে।

মানবাধিকার ও ব্যবসায়ের মূলনীতি

মানবাধিকার এর চূড়ান্ত লংঘন হচ্ছে বাধ্য করে কাজ করানো।এপিএস গ্রুপ কর্তৃপক্ষ শ্রমিক/কর্মচারী মৌলিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বিধায় শ্রমিক/কর্মচারীদের বাধ্য করে কাজ করানোর কোন কার্যক্রম পরিচালনা করে না।

মৌলিক **মানবাধিকার** র্চচা হচ্ছে আমাদের ব্যবসা পরিচালনার মূলনীতি যেখানে বাধ্যগত শ্রমের কোন স্থান নাই।

বাধ্যতামূলক শ্রম বলতে স্থানীয় আইন নির্বিশেষে বন্ড, ইনডেন্টেড, পাচার বা কারাগারের কাজ বা ঐ সমস্ত কাজ বা সেবা যা একজন ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে না করার প্রস্তাব দেয় এবং শাস্তি বা প্রতিশোধের হুমকির অধীনে করা হয় বা ঋণের পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটি মাধ্যম হিসাবে দাবি করা হয় তা বাধ্যতামূলক শ্রম হিসাবে গণ্য করা হয়।

শ্রমিকদের স্বেচ্ছায় নিযুক্ত করা উচিত কোনও ধরনের দণ্ডের হুমকি ছাড়া। ঋণ-দাসত্ব, বাধ্যতামূলক শ্রম, পাচারকারী শ্রম এবং কারাগারের ব্যবহার সব ধরনের শ্রম বাধ্যতামূলক শ্রম। বাধ্যতামূলক শ্রমের কিছু উদাহরণ হল:

১. সুমানঙ্গালী প্রকল্প।
২. অত্যধিক নিয়োগের ফি এবং অন্যান্য চার্জের কারণে কর্মী দায়বদ্ধতা।
৩. চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বেতন আটকানো।
৪. ছুটির দিন থেকে না ফিরা পর্যন্ত মজুরি প্রতিরোধ।
৫. সময়মত অর্থ পরিশোধ না করা।
৬. বাধ্যতামূলক / জোড় পূর্বক সঞ্চয়।
৭. যথাপযুক্ত নোটিশ সময় দেবার পরও আর্থিক জরিমানা ছাড়া চাকরী ছাড়তে না পারা।
৮. কাজের সময় ব্যবহৃত সরঞ্জামের জন্য ডিমান্ড ডিপোজিট নেয়া।

এপিএস গ্রুপ মৌলিক মানবাধিকার চর্চা বিষয়ে একটি নীতিমালা পরিচালনা করে যা বাধ্যগত শ্রম নিরসনে ভূমিকা রাখছে ঃ

১. কোন শ্রমিক/কর্মচারীদের বাধ্য করে বা জোর পূর্বক কাজ করানো যাবে না।

২. কোন শ্রমিক/কর্মচারীদের তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজে নিয়োগ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ।

৩. এপিএস গ্রুপ শ্রমিকদের স্বেচ্ছায় নিযুক্ত করে কোনও ধরনের দণ্ডের হুমকি ছাড়াই। ঋণ-দাসত্ব, বাধ্যতামূলক শ্রম, পাচারকারী শ্রম এবং কারাগারের ব্যবহার সব ধরনের শ্রম বাধ্যতামূলক শ্রম। এবং এ ধরনের শ্রম এপিএস গ্রুপ পরিচালনা করে না।

৪. কোন সুমানঙ্গালী প্রকল্প নাই।

৫. নিয়োগের জন্য কোন ফি এবং অন্যান্য কোন চার্জ ধরা হয় না।

৬. চুক্তির মেয়াদ শেষে বেতন আটকানো হয় না।

৭. ছুটির জন্য কোন মজুরি প্রতিরোধ করা হয় না ।

৮. সময়মত অর্থ পরিশোধ করা হয়।

৯. বাধ্যতামূলক / জোড় পূর্বক সঞ্চয় করা হয় না।

১০. যথাপযুক্ত নোটিশ সময় দেবার পর আর্থিক জরিমানা ছাড়াই শ্রমিক চাকরী ছাড়তে পারে।

১১. কাজের সময় ব্যবহৃত সরঞ্জামের জন্য ডিমান্ড ডিপোজিট জমা দিতে হয় না।

১২.কোন শ্রমিক কর্মচারীর নিকট হতে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজের জন্য কোন লিখিত চুক্তিপত্র নেয়া হয়না।

১৩.অত্র প্রতিষ্ঠানে বন্দি শ্রমিক নিয়োগ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

১৪.অত্র প্রতিষ্ঠানে মানবতাবিরোধী যে কোন কাজ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

১৫.জাতিগত, সামাজিক এবং জাতীয় বা ধর্মীয় বৈষম্যের উপায় হিসাবে যে কোন ধরনের বল প্রয়োগমূলক বা বাধ্যগত শ্রম নিষিদ্ধ।

১৭.ভয় ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে কাজ আদায় সম্পূর্ণ নিষেধ।

১৮.অত্র প্রতিষ্ঠানে সম্পূর্ণ ভাবে বাংলাদেশ শ্রম আইন - ২০০৬ ইং অনুসারে দায়দায়ীত্বের অংশ হিসাবে কাজ করানো হয়।

১৯. অত্র প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক/কর্মচারীগন ইচ্ছা করিলে নিয়মানুসারে চাকুরী হইতে অব্যহতি নিতে পারেন।

২০. অত্র প্রতিষ্ঠানে কাজে যোগদানের সময় কোন ধরনের অর্থ জামানত রাখা হয়না।

২১.অত্র প্রতিষ্ঠানে কাজে যোগদানের সময় কোন ধরনের মূল ডকুমেন্টস যেমন শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, অভিজ্ঞতার সনদ, জন্ম নিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র জামানত রাখা হয়না।

২২. কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করে যে ওভারটাইম সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন, বাধ্যতামুলক নয়।তারা ইচ্ছা করলে ওভারটাইম করবে না।

২৩.অত্র ফ্যাক্টরীতে কোন শ্রমিকের বেতন স্থগিত করা হয় না।

২৪.অত্র ফ্যাক্টরীতে কোন শ্রমিকের বেতন হইতে নিয়োগ অথবা প্রশিক্ষনের জন্য ফি বাবদ কোন অর্থ কর্তন করা হয় না।

২৫.কোন শ্রমিক/কর্মচারীকে তার নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করে বাড়ী যেতে চাইলে বাধা দেয়া যাবে না।

২৬কোন শ্রমিককে তার চলাচলের স্বাধীনতার উপর কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ তথা হয়রানী করা যাবে না। পানি পান খাবার সময়, খাবারের জায়গায়, টয়লেট ব্যবহার, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা গ্রহনের ক্ষেত্রে বাধা দিতে পারবে না।

২৭.অসুস্থ্য কোন শ্রমিক/কর্মচারীকে দিয়ে কাজ করানো যাবে না।

এপিএস গ্রুপ এভাবেই মৌলিক মানবাধিকার চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রস্তুতকারীর নাম ও স্বাক্ষর	চেক প্রদানকারীর নাম ও স্বাক্ষর	অনুমোদনকারীর নাম ও স্বাক্ষর
মোঃ মনজুরুল হক **সহঃম্যানেজার (এইচ আর এবং কমপ্লায়েন্স)**	মেজর এইচএম ফরহাদ (অবঃ) জিএম(এডমিন, এইচ আর এন্ড কমপ্লায়েন্স)	মোঃ হাসিব উদ্দিন চেয়ারম্যান।